سورة الجن

সূরা জিন্ন

মক্কায় অবতীর্ণঃ ২৮ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا
عَجَبًا ۙ﴿١﴾ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿٢﴾
وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ﴿٣﴾ وَّاَنَّهٗ كَانَ
يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿٤﴾ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ
وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿٥﴾ وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ
بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿٦﴾ وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ
يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ﴿٧﴾ وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا
وَّشُهُبًا ۙ﴿٨﴾ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ
الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿٩﴾ وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى
الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ﴿١٠﴾ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا
دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ﴿١١﴾ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى
الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ﴿١٢﴾ وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ
يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ﴿١٣﴾ وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ
وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَاَمَّا

الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ
لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ
يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ
اَحَدًا ﴿١٨﴾ وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾
قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ اِنِّيْ لَآ
اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ
وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ۚ
وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾
حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ
عَدَدًا ﴿٢٤﴾ قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ
رَبِّيْٓ اَمَدًا ﴿٢٥﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾ اِلَّا مَنِ
ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ
خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ
بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন ঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে ঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি, (২) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না (৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেন নি এবং তার কোন সন্তান নেই। (৪) আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। (৫) অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা

বলতে পারে না। (৬) অনেক মানুষ অনেক জিন্ন্-এর আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিন্ন্দের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (৭) তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। (৮) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। (১০) আমরা জানি না পৃথিবী-বাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন। (১১) আমাদের কেউ কেউ সৎ কর্ম পরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (১২) আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাকে অপারক করতে পারব না। (১৩) আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করে না। (১৪) আমাদের কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (১৫) আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (১৬) আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম (১৭) যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উদীয়মান আযাবে পরিচালিত করবেন (১৮) এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্কে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে ডেকো না। (১৯) আর যখন আল্লাহ্র বান্দা তাকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন্ন্ তার কাছে ভিড় জমাল। (২০) বলুনঃ আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না। (২১) বলুনঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। (২২) বলুনঃ আল্লাহ্র কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (২৩) কিন্তু আল্লাহ্র বাণী পৌঁছানো ও তার পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ্ ও তার রসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) এমন কি যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে, কার সাহায্য-কারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম। (২৫) বলুনঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্য কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন। (২৬) তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না (২৭) তার মনো-নীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন, (২৮) যাতে আল্লাহ্ জেনে নেন যে, রসূলগণ তাদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছিয়েছেন কি না। রসূল-গণের কাছে যা আছে, তা তার জ্ঞানগোচর। তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে নুযূল ঃ আয়াতসমূহের তফসীরের পূর্বে কয়েকটি ঘটনা জানা দরকার। প্রথম ঘটনা এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পূর্বে শয়তানরা আকাশে পৌঁছে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পর উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে তাদের গতিরোধ করা হল। এই অভাবিত ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে একদল জিন্ন্ রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সূরা আহকাফে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা এই ঃ মূর্খতা যুগে মানুষ সফরে থাকা অবস্থায় যখন কোন জঙ্গলে অথবা বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন জিন্ন্দের সরদারের হিফাযত পাওয়ার বিশ্বাস নিয়ে এই কথাগুলো উচ্চারণ করত ঃ

اعوذ بعزيز هذا الوادى من شر سفهاء قومه---অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের সরদারের আশ্রয় গ্রহণ করছি তার সম্প্রদায়ের নির্বোধ দুষ্টদের থেকে। তৃতীয় ঘটনা এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদদোয়ার ফলে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চতুর্থ ঘটনা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত শুরু করলে বিরোধী কাফিররা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। প্রথমোক্ত দুটি ঘটনা তফসীরে দুররে মনসূর থেকে এবং শেষোক্ত দুটি ঘটনা তফসীরে ইবনে কাসীর থেকে নেওয়া হয়েছে।

আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ আমার কাছে ওহী এসেছে যে, জিন্ন্দের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর (স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে) তারা বলেছে ঃ আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (বিষয়বস্তু দেখে কোরআন প্রতিপন্ন হয়েছে এবং মানব রচিত কালাম-সদৃশ নয় দেখে বিস্ময়কর প্রতিপন্ন হয়েছে)। আমরা (এখন থেকে) কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। (এটা 'বিশ্বাসস্থাপন করেছি' কথারই ব্যাখ্যা)। এবং (তারা নিম্নোদ্ধৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কেও পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করল ঃ) আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার শান উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। (কেননা এটা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব। এটা 'শরীক করব না' কথার ব্যাখ্যা)। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। (অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থাকা ইত্যাদি কথাবার্তা)। অথচ আমরা পূর্বে মনে করতাম মানুষ ও জিন্ন্ কখনও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে না। (কেননা, এটা চরম ধৃষ্টতা। এতে তারা তাদের মুশরিক হওয়ার কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ অধিকাংশ জিন্ন্ ও মানব শিরক করত। এতে আমরা মনে করলাম যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে এর অধিক লোক মিথ্যা বলবে না। সে মতে আমরাও সে পথ অবলম্বন করলাম। অথচ যে কোন মানবগোষ্ঠীর ঐকমত্য সত্যতার প্রমাণ নয় এবং প্রত্যেক ঐকমত্যের অনুসরণ ওযর হতে পারে না। উপরোক্ত শিরক ছিল অভিন্ন ও ব্যাপক। এছাড়া কিছু সংখ্যক মানুষের একটি বিশেষ শিরক ছিল, যার ফলে জিন্ন্দের কুফর ও ঔদ্ধত্য বেড়ে যায়। তা এই যে,) অনেক মানুষ অনেক জিন্ন্-এর আশ্রয় গ্রহণ করত। ফলে তারা জিন্ন্দের আত্মম্ভরিতা আরও

বাড়িয়ে দিত। (তারা এই অহমিকায় লিপ্ত হত যে, আমরা জিন্ন্দের সর্দার তো পূর্ব থেকেই ছিলাম, এখন মানুষও আমাদেরকে বড় মনে করে। এতে তাদের আত্মম্ভরিতা চরমে পৌঁছে এবং কুফর ও হঠকারিতায় আরও বাড়াবাড়ি শুরু করে। এপর্যন্ত তওহীদ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর রিসালত সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ অর্থাৎ জিন্ন্রা পরস্পরে আলোচনা করল) আমরা (পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী) আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী (অর্থাৎ প্রহরারত ফেরেশতা) ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (অর্থাৎ এখন প্রহরা বসেছে, যাতে জিন্ন্রা ঐশী সংবাদ নিয়ে যেতে না পারে এবং কেউ গেলে উল্কাপিণ্ড দ্বারা বিতাড়িত করা হয়। ইতিপূর্বে) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। (এসব ঘাঁটি আকাশগাত্রে কিংবা বায়ুমণ্ডলে কিংবা মহাশূন্যে হতে পারে। জিন্ন্রা অতিশয় সূক্ষ্ম এবং তাদের কোন ওজন নেই। তাই তারা এসব ঘাঁটিতে অবস্থান করতে সক্ষম; যেমন কতক পক্ষী বায়ুমণ্ডলে চলতে চলতে নিশ্চল হয়ে অবস্থান করতে পারে)। এখন কেউ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। [উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে সূরা হিজরের দ্বিতীয় রুকূতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রিসালত সম্পর্কিত এই বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মোহাম্মদ (সা)-কে রিসালত দান করেছেন এবং বিভ্রান্তি দূর করার জন্য অতীন্দ্রিয়বাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। সংবাদ চুরি বন্ধ হওয়ার কারণেই এই জিন্ন্রা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছেছিল। প্রথম ঘটনা তাই বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উল্লিখিত বিষয়বস্তু সমূহের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হচ্ছেঃ] আমরা জানি না (এই নতুন পয়গম্বর প্রেরণ দ্বারা) পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদেরকে হিদায়ত করার ইচ্ছা রাখেন? (অর্থাৎ পয়গম্বর প্রেরণের সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য জানা নেই। কারণ রসূলের অনুসরণ করলে সঠিক দিক নির্দেশ পাওয়া যায় এবং বিরোধিতা করলে ক্ষতি ও শাস্তি ভোগ করতে হয়। ভবিষ্যতে অনুসরণ হবে, না বিরোধিতা হবে তা আমাদের জানা নেই। ফলে পয়গম্বর প্রেরণ করে জাতিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য, না হিদায়ত করা উদ্দেশ্য, তা আমরা জানি না। একথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তাদের অনুমান ছিল তাদের সম্প্রদায়ে মু'মিন কম হবে। কাজেই অধিকাংশ লোক শাস্তির যোগ্য হবে। এছাড়া জিন্ন্রা অদৃশ্যের খবর জানে না বলে তওহীদের বিষয়বস্তু জোরদার করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক লোকের বিশ্বাস এই যে, জিন্ন্রা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে)। আমাদের কেউ কেউ (পূর্ব থেকেই) সৎ কর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। (সার কথা) আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (এমনিভাবে এই পয়গম্বরের খবর শুনে এখনও আমাদের মধ্যে উভয় প্রকার লোক আছে। আমাদের পথ এই যে,) আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে যেয়ে) আল্লাহ্কে পরাস্ত করতে পারব না এবং (অন্য কোথাও) পলায়ন করেও তাঁকে পরাভূত করতে পারব না। (পলায়ন করার অর্থ পৃথিবী ছাড়া আকাশে চলে যাওয়া। এটা فِى الْاَرْضِ এর বিপরীত হিসাবে বোঝা যায়।

অন্য এক আয়াতে তদ্রূপ বলা হয়েছেঃ مَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ —এর উদ্দেশ্যও সম্ভবত সতর্ক করা যে, আমরা কুফরী করলে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাব না। তাদের বিভিন্ন পথ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কারও কারও ঈমান না আনা সত্য যে সত্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা, এটা চিরন্তন রীতি)। আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব যে (আমাদের মত) তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, যে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করবে না। (লোকসান হল কোন সৎকাজ অলিখিত থেকে যাওয়া এবং জোর-জবর হল যে গোনাহ্ করা হয়নি, তা লিখিত হওয়া। উৎসাহ প্রদানই সম্ভবত এ কথার উদ্দেশ্য)। আমাদের কিছু সংখ্যক (এসব ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের বিষয়বস্তু বোঝে) আজ্ঞাবহ (হয়ে গেছে) এবং কিছু সংখ্যক (পূর্বের ন্যায়) বিপথগামী (হয়ে গেছে)। যারা আজ্ঞাবহ হয়েছে, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (ফলে তারা সওয়াবের অধিকারী হবে)। আর যারা বিপথগামী, তারা জাহান্নামের ইন্ধন। (এ পর্যন্ত জিন্‌দের কথাবার্তা সমাপ্ত হল। অতঃপর ওহীর আরও বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আমাকে আরও ওহী করা হয়েছে যে) তারা (অর্থাৎ মক্কাবাসীরা) যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম। যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি (যে, নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, না অকৃতজ্ঞ হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কাবাসীরা যদি উপরে জিন্‌দের উক্তিতে নিন্দিত শিরক না করত, তবে তৃতীয় ঘটনায় বর্ণিত দুর্ভিক্ষ তাদের উপর চেপে বসত না। কিন্তু তারা ঈমান আনার পরিবর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। কুফরের শাস্তি মক্কাবাসীদের জন্যই বিশেষভাবে নয়; বরং) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ (অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্য) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কঠোর আযাবে দাখিল করে। এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, সব সিজদা আল্লাহ্‌র হক। (অর্থাৎ কোন সিজদা আল্লাহ্‌কে করা এবং কোন সিজদা অপরকে করা জায়েয নয়; যেমন মুশরিকরা করত)। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কারও ইবাদত করো না। (এতেও উপরোল্লিখিত তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। এবং ওহীর এক বিষয়বস্তু এই যে) যখন আল্লাহ্‌র বান্দা অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন তারা (অর্থাৎ কাফিররা) তার কাছে ভিড় করার জন্য সমবেত হয় (অর্থাৎ বিস্ময় ও শত্রুতা হেতু প্রত্যেকেই এভাবে দেখে যেন এখনই জড়ো হয়ে হামলা করে বসবে। এটাও তওহীদের পরিশিষ্ট। কেননা, এতে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা তওহীদকে ঘৃণা করে। অতঃপর এই বিস্ময় ও শত্রুতার জওয়াব দিতে গিয়ে বলা হচ্ছেঃ) আপনি (তাদেরকে) বলুনঃ আমি তো কেবল আমার পালনকর্তার ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (অতএব এটা কোন বিস্ময় ও শত্রুতার বিষয় নয়। অতঃপর রিসালত সম্পর্কিত আলোচনা করা হচ্ছেঃ) আপনি

(আরও) বলুন ঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনার মালিক নই। (অর্থাৎ তোমরা যে আমাকে আযাব আনার ফরমায়েশ কর, এর জওয়াব এই যে, আমার এরূপ ক্ষমতা নেই। এমনিভাবে কেউ কেউ বলে যে, আপনি তওহীদ ও কোরআনে কিছু পরিবর্তন করলে আমরা আপনাকে মেনে নিব। এর জওয়াবে) আপনি বলুন ঃ (আল্লাহ্ না করুন, আমি এরূপ করলে) আল্লাহ্র কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (উদ্দেশ্য এই যে, কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে রক্ষা করবে না এবং আমি খুঁজে কোন রক্ষাকারী পাব না)। কিন্তু আল্লাহ্র বাণী পৌঁছোনো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। (অতঃপর তওহীদ ও রিসালত উভয় বিষয় সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (কিন্তু কাফিররা এখন এসব বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। এবং উল্টা মুসলমানদেরকে ঘৃণিত মনে করে। তারা এই মূর্খতা থেকে বিরত হবে না) এমন কি, যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে কার সহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল কম। (অর্থাৎ কাফিররাই দুর্বল ও কম হবে। অতঃপর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাফিররা অস্বীকারের ছলে কিয়ামত কবে হবে জিজ্ঞাসা করে। জওয়াবে) আপনি (তাদে-রকে) বলুন ঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন, না আমার পালনকর্তা এর জন্য কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করেছেন। (কিন্তু সর্বাবস্থায় সেটা সংঘটিত হবে। নির্দিষ্ট সময় এটা অদৃশ্য বিষয়)। অদৃশ্যের জ্ঞানী তিনিই। পরন্তু অদৃশ্যের বিষয় তিনি কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। (অর্থাৎ কিয়ামতের সময় নির্ধারণ সম্পর্কিত জ্ঞান নবুয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে নবুয়ত সপ্রমাণকারী জ্ঞান যথা ভবিষ্য-দ্বাণী অথবা নবুয়তের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত জ্ঞান যথা বিধি-বিধানের জ্ঞান এগুলো প্রকাশ করার সময়) তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী ফেরেশতা প্রেরণ করেন, [যাতে শয়তান সেখানে পৌঁছতে না পারে এবং ফেরেশতাদের কাছে শুনে কারও কাছে বলতে না পারে। সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য এরূপ পাহারাদার ফেরেশতা চারজন ছিল। এ ব্যবস্থা এজন্য করা হয়,] যাতে আল্লাহ্ (বাহ্যত) জেনে নেন যে, ফেরেশতারা তাদের পালনকর্তার পয়গাম (রসূল পর্যন্ত) পৌঁছিয়েছে কি না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (অর্থাৎ প্রহরী ফেরেশতাদের) সব অবস্থা জানেন (তাই এ কাজে দক্ষ ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন)। তিনি সব কিছুর গণনা জানেন (সুতরাং ওহীর এক একটি অংশ তাঁর জানা আছে এবং তিনি সবগুলো সংরক্ষণ করেন। সারকথা এই যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কিত জ্ঞান নবুয়তের জ্ঞান নয়। তাই কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় না জানা নবুয়তের পরিপন্থী নয়। তবে নবুয়তের জ্ঞান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দান করা হয় এবং এতে কোন ভুলভ্রান্তির আশংকা থাকে না। অতএব তোমরা এসব জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হও এবং বাড়তি বিষয়ের পিছনে পড়ো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نَفَرٌ—نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা জ্ঞাপন করে। বর্ণিত

আছে যে, আয়াতে আলোচিত জিন্ন্‌দের সংখ্যা নয় ছিল। তারা ছিল নছীবাইনের অধিবাসী।

জিন্ন্‌দের স্বরূপ ঃ জিন্ন্‌ আল্লাহ্‌ তা'আলার একপ্রকার শরীরী, আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। একারণেই তাদেরকে জিন্ন্‌ বলা হয়। জিন্ন্‌-এর শাব্দিক অর্থ গুপ্ত। মানবসৃষ্টির প্রধান উপকরণ যেমন মৃত্তিকা, তেমনি জিন্ন্‌ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যত তারাও জিন্ন্‌দের দুষ্ট শ্রেণীর নাম। জিন্ন্‌ ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা কুফর।--(মাযহারী)

لَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيَّ---থেকে জানা গেল যে, এখানে বর্ণিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ্‌ (সা) জিন্ন্‌দেরকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেছেন।

সূরা জিন্ন্‌ অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা ঃ সহীহ্‌ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ্‌ (সা) জিন্ন্‌দেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেননি। এই ঘটনা তখনকার, যখন শয়তানদেরকে আকাশের খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। এ সময়ে জিন্ন্‌রা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোন আকস্মিক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ও আনাচে-কানাচে জিন্ন্‌দের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা জেনে আসবে। হেজাযে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন 'নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন।

জিন্ন্‌দের এই প্রতিনিধিদল নামাযে কোরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগল ঃ এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল ঃ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর রসূলকে অবহিত করেছেন।

আবূ তালেবের ওফাত ও রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র তায়েফ গমন ঃ অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন ঃ আবূ তালেবের মৃত্যুর পর রসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কায় অসহায় ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। তখন তিনি স্বগোত্রের অত্যাচার ও নিপীড়নের মুকাবিলায় তায়েফের সকীফ্‌ গোত্রের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে একাকীই তায়েফে গমন করলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক

(র) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফে পৌঁছে সকীফ গোত্রের সরদার ও সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃত্রয়ের কাছে গেলেন। এই ভ্রাতৃত্রয় ছিল ওমায়রের পুত্র আবদে ইয়ালীল, সউদ ও হাবীব। তাদের গৃহে একজন কুরাইশ মহিলা ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং স্বগোত্রের নিপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু জওয়াবে ভ্রাতৃত্রয় অশোভন আচরণ করে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে।

সকীফ গোত্রের গণ্যমান্য তিন ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাশ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আপনারা যদি আমাকে সাহায্য না-ই করেন, তবে কমপক্ষে আমার আগমনের কথা কুরাইশদের কাছে প্রকাশ করবেন না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কুরাইশরা জানতে পারলে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু তারা একথাও মানল না বরং গোত্রের দুষ্ট লোকদেরকে তাঁর উপর লেলিয়ে দিল। তারা তাঁকে গালিগালাজ করল ও তাঁর পিছু পিছু হট্টগোলের সৃষ্টি করতে থাকল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আঙ্গুর বাগানে প্রবেশ করলেন। বাগানের মালিক ওতবা শায়বা বাগানে উপস্থিত ছিল। তখন দুষ্টরা তাঁকে ছেড়ে ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) আঙ্গুর বৃক্ষের ছায়ায় বসে গেলেন। ওতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে দেখছিল। তারা আরও লক্ষ্য করছিল যে, গোত্রের দুষ্ট লোকদের হাতে তিনি উৎপীড়িত হয়েছেন। ইতিমধ্যে সেই কুরাইশী মহিলাও বাগানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সাক্ষাৎ করল। তিনি মহিলার কাছে তার শ্বশুরালয়ের লোকদের মন্দ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন।

এই বাগানে বসে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কিছুটা স্বস্তি লাভ করলেন, তখন আল্লাহ্র দরবারে দুই হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন। এরূপ অভিনব ভাষায় দোয়া তিনি আর কখনও করেছেন বলে বর্ণিত নেই। দোয়াটি এই ঃ

اللّٰهم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلة حیلتی و هوانی علی الناس وانت ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین فانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجهمنی او الی عدو ملکته امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی ولکن عافیتک هی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیه امر الدنیا والاخرة من ان تنزل بی غضبک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনার কাছে আমি আমার শক্তির দুর্বলতার, কৌশলের স্বল্পতার এবং লোকচক্ষুতে হেয়তার অভিযোগ করছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং আপনি দুর্বলদের সহায়, আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করেন---পরের কাছে? যে আমাকে আক্রমণ করে; না কোন শত্রুর কাছে, যাকে আমার মালিক করে দিয়েছেন (ফলে যা ইচ্ছা, তাই করবে?) আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমি কোন কিছুরই পরওয়া করি না। আপনার নিরাপত্তা আমার জন্য শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। (আমি তা চাই।)

আমি আপনার নূরের আশ্রয় গ্রহণ করি, যদ্দ্বারা সমস্ত অন্ধকার আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায় এবং ইহকাল ও পরকালের সব কাজ সঠিক হয়ে যায়। আশ্রয় গ্রহণ করি আপনার গযবে পতিত হওয়া থেকে। আপনাকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের কাজ। আমরা কোন অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারি না এবং কোন পুণ্য অর্জন করতে পারি না আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে।---(মাযহারী)

ওতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয় এই অবস্থা দেখে দয়ার্দ্র হল এবং 'আদ্দাস' নামক তাদের এক খৃস্টান গোলামকে ডেকে বলল ঃ একগুচ্ছ আঙ্গুর একটি পাত্রে রেখে ঐ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে তা খেতে বল। গোলাম তাই করল। সে আঙ্গুরের পাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে রেখে দিল। তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। 'আদ্দাস' এই দৃশ্য দেখে বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, বিসমিল্লাহির রহমানির-রাহিম বাক্যটি তো এই শহরের অধিবাসীরা বলে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আদ্দাস, তুমি কোন্ শহরের অধিবাসী? তোমার ধর্ম কি? আদ্দাস বলল ঃ আমি খৃস্টান এবং আমার জন্মস্থান 'নায়নুয়া' শহরে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ভাল কথা। তাহলে তুমি আল্লাহ্র সৎবান্দা ইউনুস ইবনে মাতা' (আ)-র শহরের অধিবাসী। সে বলল ঃ আপনি ইউনুস ইবনে মাতাকে চিনেন কিরূপে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তিনি তো আমার ভাই। কেননা, তিনি যেমন আল্লাহ্র নবী, তেমনি আমিও আল্লাহ্র নবী।

একথা শুনে আদ্দাস রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পদতলে লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর মস্তক ও হস্তপদ চুম্বন করল। ওতবা ও শায়বা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছিল। তাদের একজন অপরজনকে বলল ঃ লোকটি তো আমাদের গোলামকে নষ্ট করে দিল। অতঃপর আদ্দাস তাদের কাছে ফিরে এলে তারা বলল ঃ আদ্দাস, তুমি লোকটির হস্তপদ চুম্বন করলে কেন? সে বলল ঃ আমার প্রভুগণ, এসময়ে পৃথিবীর বুকে তাঁর চেয়ে উত্তম কোন মানুষ নেই। তিনি আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন, যা নবী ব্যতীত কারও বলার সাধ্য নেই। তারা বলল ঃ আরে পাজী, লোকটি তোমাকে ধর্মচ্যুত না করে দেয়নি তো। তোমার ধর্ম তো সর্বাবস্থায় তার ধর্মের চেয়ে ভাল।

এরপর তায়েফবাসীদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করে শেষরাত্রে তাহাজ্জুদের নামায শুরু করেন। ইয়ামেনের নছীবাইন শহরের জিন্নদের এই প্রতিনিধিদলও তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল। তারা কোরআন পাঠ শুনল এবং শুনে বিশ্বাস স্থাপন করল। অতঃপর তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তারই আলোচনা করেছেন।---(মাযহারী)

জনৈক সাহাবী জিন্ন্-এর ঘটনা ঃ ইবনে জওযী (র) 'আছ-ছফওয়া' গ্রন্থে হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক জায়গায় জনৈক বৃদ্ধ জিন্ন্কে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেন। সে পশমের জোব্বা পরিহিত ছিল। হযরত সহল (রা) বলেন ঃ নামায সমাপনান্তে আমি তাকে সালাম করলে সে জওয়াব দিল ও বলল ঃ তুমি এই জোব্বার চাকচিক্য দেখে বিস্মিত হচ্ছ? জোব্বাটি সাতশ বছর

ধরে আমার গায়ে আছে। এই জোব্বা পরিধান করেই আমি হযরত ঈসা (আ)-র সাথে সাক্ষাৎ করেছি। অতঃপর এই জোব্বা গায়েই আমি মুহাম্মদ (সা)-এর দর্শন লাভ করেছি। যেসব জিন্ন্ সম্পর্কে 'সূরা জিন্ন্' অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।---(মাযহারী)

হাদীসে বর্ণিত লায়লাতুল-জিন্ন্-এর ঘটনায় আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-কে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইচ্ছাকৃতভাবে জিন্ন্দের কাছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মক্কার অদূরে জঙ্গলে যাওয়া এবং কোরআন শোনানো উল্লিখিত আছে। এটা বাহ্যত সূরায় বর্ণিত কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা। আল্লামা খাফফাযী বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, জিন্ন্দের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একবার দু'বার নয়---ছয় বার আগমন করেছিল। অতএব সূরার বর্ণনা ও হাদীসের বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا---جد শব্দের অর্থ শান, অবস্থা। আল্লাহ্ তা'আলার জন্য বলা হয় تَعَالَىٰ جَدُّهُ-অর্থাৎ আল্লাহ্র শান উর্ধ্বে। এখানে সর্বনামের পরিবর্তে رب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এতে শান উর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণও এসে গেছে। কেননা, যিনি সৃষ্টির পালনকর্তা, তাঁর শান যে উর্ধ্বে, তা বলাই বাহুল্য।

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا---شطط শব্দের অর্থ অবান্তর কথা, অন্যায় ও জুলুম। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন জিন্ন্রা এ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে ঃ আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ্র শানে অবাস্তব কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম না যে, কোন মানব অথবা জিন্ন্ আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারে। তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিলাম। এখন কোরআন শুনে আমাদের চক্ষু খুলেছে।

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا---এই আয়াতে মু'মিন জিন্ন্রা বলেছে ঃ মূর্খতা যুগে মানুষ যখন কোন বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন প্রান্তরের জিন্ন্দের আশ্রয় গ্রহণ করত। এতে জিন্ন্রা মনে করে বসল, আমরা মানবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানবও আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে জিন্ন্দের পথভ্রষ্টতা আরও বেড়ে যায়।

জিন্ন্দের প্রেরণায় হযরত রাফে ইবনে ওমায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ তফসীরে-মাযহারীতে আছে 'হাওয়াতিফুল-জিন্ন্' কিতাবে হযরত রাফে ইবনে ওমায়র (রা) সাহাবীর

ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ এক রাত্রিতে আমি মরুভূমিতে সফর করছিলাম। হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হয়ে আমি উট থেকে নেমে গেলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের পূর্বে আমি স্বগোত্রের অভ্যাস অনুযায়ী এই বাক্য উচ্চারণ করলাম ঃ انی اعوذ بعظیم هذا الوادی অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের জিন্ন্ সরদারের আশ্রয়গ্রহণ করছি। অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তির হাতে একটি অস্ত্র। সে আমার উটের বুকে তদ্দ্বারা আঘাত করতে চায়। আমি ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়লাম এবং ডানে-বামে দৃষ্টিপাত করে কিছুই দেখতে পেলাম না। মনে মনে বললাম ঃ

এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা, আসল স্বপ্ন নয়। অতঃপর নিদ্রায় বিভোর হয়ে গেলাম। পুনরায় সেই স্বপ্ন দেখে উঠে পড়লাম। এবারও উটের চতুষ্পার্শ্বে কিছুই দেখলাম না কিন্তু উটটি কেন জানি থরথর করে কাঁপছিল। আমি আবার নিদ্রিত হয়ে সেই একই স্বপ্ন দেখলাম। জাগ্রত হয়ে দেখি, আমার উটটি ছটফট করছে এবং একজন যুবক বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি স্বপ্নে যে যুবককে দেখেছিলাম, সে সেই যুবক। সাথে সাথে দেখলাম, জনৈক বৃদ্ধ যুবকের হাত ধরে রেখেছে এবং উটকে আঘাত হানতে নিষেধ করছে। ইতিমধ্যে তিনটি বন্য গর্দভ সামনে এসে গেলে বৃদ্ধ যুবককে বলল ঃ এই তিনটির মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হয়, নিয়ে যাও এবং এই লোকটির উট ছেড়ে দাও। যুবক একটি বন্য গর্দভ নিয়ে চলে গেল। অতঃপর বৃদ্ধ আমাকে বলল ঃ হে বোকা মানব! তুমি কোন প্রান্তরে অবস্থান করে যদি জিন্ন্দের উপদ্রব আশংকা কর, তবে এ কথা বলো ঃ اعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادی অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের ভয় ও অনিষ্ট থেকে মুহাম্মদের পালনকর্তা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর কোন জিন্ন্-এর আশ্রয় গ্রহণ করো না। কেননা, সেদিন গত হয়ে গেছে, যখন মানুষ জিন্ন্দের আশ্রয় গ্রহণ করত। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুহাম্মদ কে? সে বলল ঃ ইনি আরব নবী ---প্রাচ্যেরও নন, প্রতীচ্যেরও নন। তিনি সোমবারে প্রেরিত হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কোথায় থাকেন? সে বলল ঃ ইনি খর্জুর-বস্তি ইয়াসরিবে (মদীনায়) থাকেন। অতঃপর প্রত্যুষেই আমি মদীনার পথ ধরলাম। দ্রুত উট হাঁকিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মদীনায় পৌঁছে গেলাম। রসূলে করীম (সা) আমাকে দেখে আমার আদ্যোপান্ত ঘটনা বলে দিলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) এই ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন ঃ আমাদের মতে এই ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাকে وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ এ আয়াতখানি নাযিল হয়েছে।

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا---আরবী অভিধানে سماء শব্দের অর্থ যেমন আকাশ, তেমনি মেঘমালা অর্থেও এর ব্যবহার ব্যাপক ও সুবিদিত। এখানে বাহ্যত এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

জিন্ন্‌রা আকাশের সংবাদ শোনার জন্য মেঘমালা পর্যন্ত গমন করতো---আকাশ পর্যন্ত নয়ঃ জিন্ন্ ও শয়তানরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্য আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যন্ত যাওয়া। এর প্রমাণ বুখারীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা)-র এই হাদীস ঃ

قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الامر الذي قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحه الى الكهان فيكذبون معها مأة كذبة من عند انفسهم -

হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি---ফেরেশতারা 'ইনান' অর্থাৎ মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে। সেখানে তারা আল্লাহ্‌র জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয়।---(মাযহারী)

বুখারীতেই আবূ হুরায়রা (রা)-র এবং মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনা আসল আকাশে সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন আকাশে কোন হুকুম জারি করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর তারা পরস্পরে সে বিষয়ে আলোচনা করে। খবরচোর শয়তানরা এই আলোচনা শুনে নেয় এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

এই বিষয়বস্তু হযরত আয়েশা (রা)-র হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানরা আসল আকাশে পৌঁছে খবর চুরি করে। বরং এটা সম্ভবপর যে, এসব খবর পর্যায়ক্রমে আকাশের ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ফেরেশতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করে। এখান থেকে শয়তানরা তা চুরি করে। পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে।---(মাযহারী)

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরির ধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নির্বিঘ্নে মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের সময় তাঁর ওহীর হিফাযতের উদ্দেশ্যে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হল এবং কোন শয়তান খবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিতাড়নের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিন্ন্‌রা চিন্তিত হয়ে কারণ অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ করেছিল। অতঃপর 'নাখলা' নামক স্থানে একদল জিন্ন্ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কোরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

উল্কাপিণ্ড পূর্বেও ছিল কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমল থেকে একে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ঃ প্রচলিত ভাষায় شهاب ثاقب বলা হয় তারকা বিচ্যুতিকে। আরবীতে এরজন্য انقضاض الكوكب শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই তারকা-বিচ্যুতির ধারা প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত আছে। অথচ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলের বৈশিষ্ট্য। এর জওয়াব এই যে, উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। এর স্বরূপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের ভাষ্য এই যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু আগ্নেয় পদার্থ শূন্যমণ্ডলে পৌঁছে এবং এক সময়ে তা প্রজ্বলিত হয়ে যায়। এটাও সম্ভবপর যে, কোন তারকা অথবা গ্রহ থেকে এই আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হয়। যাই হোক না কেন, জগতের আদিকাল থেকেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে এই আগ্নেয় পদার্থকে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে। দৃষ্ট সব উল্কাপিণ্ডকে একাজে ব্যবহার করাও জরুরী নয়। সূরা হিজরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

—أَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

অর্থাৎ খবর চুরি বন্ধ করার কারণ দ্বিবিধ হতে পারে---১. পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেওয়া, যাতে তারা আকাশের খবরাদি না পায়, ২. তাদের হিদায়তের ব্যবস্থা করা, যাতে জিন্ন্ ও শয়তান আল্লাহ্র ওহীতে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে।

فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا — بخس শব্দের অর্থ প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেওয়া এবং رهق শব্দের অর্থ লাঞ্ছনা ও অপমান। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিনের প্রতিদান কম দেওয়া হবে না এবং পরকালে তার কোন লাঞ্ছনা হবে না।

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا — مساجد শব্দটি مسجد এর বহুবচন। এর এক অর্থ উপাসনালয় হতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, মসজিদ-সমূহ কেবল আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়েছে। অতএব তোমরা মসজিদে যেয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডেকো না; যেমন ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের উপাসনালয়সমূহে এধরনের শির্কী করে থাকে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই যে, মসজিদসমূহকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

এছাড়া مسجد শব্দটি এখানে مصدر ميمى হয়ে সিজদার অর্থেও হতে পরে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সকল সিজদা আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সাহায্যের জন্য ডাকে, সে যেন তাকে সিজদা করে। অতএব অপরকে সিজদা করা থেকে বিরত থাক।

উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সিজদা করা হারাম এবং কোন কোন আলিমের মতে কুফর।

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا —এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলকে আদেশ করেছেন, যে সব অবিশ্বাসী আপনাকে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন তারিখ বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে বলে দিন ঃ কিয়ামতের আগমন ও হিসাব-নিকাশ নিশ্চিত কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন তারিখ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে বলেননি। তাই আমি জানি না কিয়ামতের দিন আসন্ন না আমার পালন-কর্তা এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিবেন। দ্বিতীয় আয়াতে এর দলীল বর্ণনা করা হয়েছে যে, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا অর্থাৎ আমার না জানার কারণ এই যে, আমি 'আলেমুল-গায়েব' নই বরং আলেমুল গায়েব বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

এখানে কোন নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না, তখন তিনি রসূল হলেন কিরূপে ? কেননা, রসূলের কাছে আল্লাহ্ তা'আলা হাজারো গায়বের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যার কাছে ওহী আসে না, সে নবী ও রসূল হতে পারে না। এই প্রশ্নের জওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য পরবর্তী আয়াতে ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে।

গায়েব ও গায়েবের খবরের মধ্যে পার্থক্য ঃ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا —উপরোক্ত বোকাসুলভ প্রশ্নের জওয়াব এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম। অর্থাৎ রসূল গায়েব জানেন না----এ কথার অর্থ যে, কোন গায়েব জানেন না নয়। বরং রিসালতের জন্য যে পরিমাণ গায়েবের খবর ও অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান কোন রসূলকে দেওয়া অপরিহার্য, সেই পরিমাণ গায়েবের খবর ওহীর মাধ্যমে রসূলকে দান করা হয়েছে এবং তা খুবই সংরক্ষিত পথে দান করা হয়েছে। যখন রসূলের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা থাকে, যাতে শয়তান কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। এখানে রসূল শব্দ দ্বারা প্রথমে রসূল ও নবীকে প্রদত্ত গায়েবের প্রকার নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে শরীয়ত ও বিধি বিধানের জ্ঞান এবং সময়োপযোগী গায়েবের খবর। এরপর পরবর্তী বাক্যে আরও সুনি-দিষ্ট করা হয়েছে যে, এ সব খবর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার চতুষ্পার্শ্বে অন্য ফেরেশতাগণের প্রহরা নিয়োগ করা হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে নবী ও রসূলের রিসালতের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের গায়েব সপ্রমাণ করা হয়েছে।

অতএব পরিভাষায় এই ব্যতিক্রমকে استثناء منقطع বলা হবে। অর্থাৎ যে গায়েব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না, ব্যতিক্রমের মাধ্যমে সেই

গায়েব প্রমাণ করা হয়নি বরং বিশেষ ধরনের 'ইলমে-গায়েব' প্রমাণ করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে একে انبا ء الغيب শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। এক আয়াতে আছে ঃ تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ

কোন কোন অজ্ঞ লোক গায়েব ও গায়েবের খবরের মধ্যে পার্থক্য বুঝে না। তারা পয়গম্বরগণের জন্য বিশেষত শেষ নবী (সা)-এর জন্য সর্বপ্রকার ইলমে-গায়েব সপ্রমাণ করার প্রয়াস পায় এবং তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ আলেমুল-গায়েব তথা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞানবান মনে করে। এটা পরিষ্কার শিরক এবং রসূলকে আল্লাহ্র আসনে আসীন করার অপপ্রয়াস বৈ নয়।---(নাউযুবিল্লাহ্) যদি কোন ব্যক্তি তার গোপন ভেদ তার বন্ধুকে বলে দেয়, এতে দুনিয়ার কেউ আলেমুল-গায়েব আখ্যা দিতে পারে না। এমনিভাবে পয়গম্বরগণকে ওহীর মাধ্যমে হাজারো গায়েবের বিষয় বলে দেওয়ার কারণে তাঁরা আলেমুল-গায়েব হয়ে যাবেন না। অতএব বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝে নেওয়া দরকার।

এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। ফলে তাদের কাছে যখন বলা হয় রসূলুল্লাহ্ (সা) 'আলেমুল-গায়েব' নন, তখন তারা এই অর্থ বুঝে যে, নাউযুবিল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন গায়েবের খবর রাখেন না। অথচ দুনিয়াতে কেউ এর প্রবক্তা নয় এবং হতে পারে না। কেন না, এরূপ হলে খোদ নবুয়ত ও রিসালতই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই কোন মু'মিনের পক্ষেই এরূপ বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়।

সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ---অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহ্ তা'আলারই গোচরীভূত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অণু-পরমাণু রয়েছে, সারা বিশ্বের জলধিসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ জলবিন্দু আছে, প্রত্যেক বৃষ্টিতে কত সংখ্যক ফোঁটা বর্ষিত হয় এবং সারা জাহানের বৃক্ষসমূহের পত্রের সঠিক পরিসংখ্যান তাঁর জানা আছে। সমস্ত ইলমে-গায়েব যে আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ, আয়াতে একথা আবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে উপরোক্ত ব্যতিক্রম দেখে ভুল বোঝা-বুঝিতে পতিত না হয়।

ইলমে-গায়েবের অর্থ ও তার বিস্তারিত বিধি বিধান সূরা নমলের قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।